সংবাদ

তারিখ ..27 AUG 2017...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫

শেখ হাসিনা উইমেন্স কলেজ'র ডাইনিংয়ে মরা মুরগি!

প্রতিনিধি, মাদারীপুর

মাদারীপুরের ডাসারের সরকারি শেখ হাসিনা উইমেন্স কলেজের ডাইনিং এ ছাত্রীদের মরা মুরগিসহ নিম্নমানের খাবার খাওয়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

একাধিক সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারি শেখ হাসিনা কলেজের ডাইনিং এ মরা মুরগিসহ নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। ছাত্রীরা বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করলেই কলেজের অধ্যাক্ষ এবং তার স্বামী হুমকি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে থাকে বলে অভিযোগ একাধিক ছাত্রী ও তাদের অভিবাবকদের। সম্প্রতি রান্না ঘরে দুটি মরা মুরগি দেখে ছাত্রীরা অভিবাকদের জানায়। পরে কলেজর অধ্যাক্ষ জাকিয়া সুলতানা বিষয়টি প্রকাশ না করতে ছাত্রীদের হুমকি দেয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ছাত্রী বলেন, 'আমাদের খাবার খুবই নিম্নমানের। সেদিন ডাইনিংএর রান্না ঘরে মরা মুরগি দেখে আমরা প্রতিবাদ করতে চাই ম্যাডাম আমাদের বকা দিয়েছে। ম্যাডামের স্বামীও আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। পরে আমরা বিষয়টি আমাদের পরিবারের লোকদের জানাই। পরিবারের লোক স্থানীয়দের জানায়।' এরপরই বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, ডাসারের ঘোষেরহাট বাজারের অনু সাহার মুরগির দোকান থেকে কলেজের অধ্যাক্ষ জাকিয়া

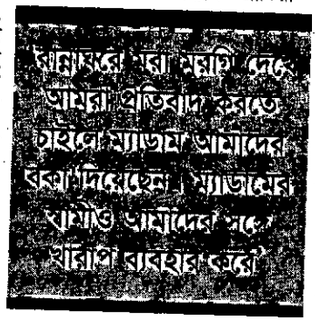

সুলতানার স্বামী দেলোয়ার হোসেন বাবলু এবং শিক্ষক মাহবুবুর রহমানের যোগসাজসে নিয়মিত মরা মুরগি সরবারহ করা হতো। স্থানীয় ঘোষেরহাট বাজার সমিতির নেতা মো. সোহেল জানান, ঘটনাটি আমাদের নলেজে রয়েছে কিন্তু কলেজ থেকে কেউ অভিযোগ করেনি। তাছাড়া ওই কলেজের অধ্যাক্ষর সঙ্গে ওই ব্যবসায়ীর সুসম্পর্ক রয়েছে। তবে বাজারের ব্যবসায়ীরা ঐক্য বদ্ধ হয়েছে যাতে উনি আর মরা মুরগি বিক্রি করতে না পারে। মুরগি ব্যবসায়ী অনুপ সাহা বলেন, আগে আমি কলেজে মুরগি দিতাম কিন্তু কয়েক দিন আগে ঝামেলা হওয়ার পর থেকে আমি আর কলেজে মুরগি দেই না।

এ ব্যাপরে সরকারি শেখ হাসিনা উইমেন্স কলেজের অধ্যাক্ষ জাকিয়া সুলতানা বলেন, কয়েকদিন আগে দুটি মরা মুরগি ভুলবসত মুরগি বোঝাই বস্তার ভিতরে চলে আসছিল।

বিষয়টি আমরা মুরগি সরবারাহকারী ব্যবসায়ীকে জানালে সে ভুল হয়েছে স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন। আমরা সেই মুরগি ব্যবাসীয়কে বাদ দিয়ে দিয়েছি।

এখন কোন সমস্যা নেই। আমাদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সত্য নয়। কেউ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমাদের দোষারোপ করতে পারে।

সরকারি কলেজের ডাইনিং এ উন্মুক্ত টেন্ডার হয় না কেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, উন্মুক্ত টেন্ডার হলে খাবারের মান কমে যাবে। তারা ব্যবসায়ীক চিন্তা করবে। তাছাড়া আমাদের সরকারি কোন সাব-সিডি নেই।

স্টাফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
স্টাফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	